بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) -এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

গত জুমআর খুতবায় হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলাম, এ সম্পর্কে তাঁর (আ.) এর আরও কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.) ছিলেন সেই কাফেলার সেনাপতি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন আর তাঁরা সভ্য ও বেদুইনদেরকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, এমনকি তাঁদের দাওয়াত বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের উভয়ের খিলাফতে ইসলামের ফল প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং বিভিন্ন কৃতিত্ব অর্জনের নিখুঁত সুগন্ধে সুগন্ধযুক্ত করা হয়। হযরত সিদ্দিক আকবরের আমলে ইসলাম বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠেছিল এবং কাছাকাছি ছিল যে প্রকাশ্য ছিনতাইকারীরা তাঁর দলকে আক্রমণ করবে এবং তারা লুণ্ঠনের আনন্দে জয়ের চিৎকার করবে। ঠিক সেই সময়েই হযরত আবু বকর (র.) এর আন্তরিকতার কারণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইসলামের সাহায্যের জন্য পৌঁছেছিলেন এবং গভীর কূপ থেকে তাঁর স্নেহাস্পদকে উদ্ধার করেছিলেন। এভাবে ইসলাম দুর্দশার চরম বিন্দু থেকে উন্নত অবস্থায় ফিরে আসে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, এটা সত্য যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর গুণাবলী সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং যে তা অস্বীকার করে, সে মিথ্যা বলছে এবং মৃত্যু ও শয়তানের মুখোমুখি হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যারা সন্দিহান, তারাই এমন লোক যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারী এবং তারা সাগরকে অবমূল্যায়ন করেছে। তারা প্রথম স্তরের মর্যাদাবান ও সম্মানিত একজন

ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে এতটুকুই নিয়ে গেছে যতটুকু তার প্রয়োজনে যথেষ্ট ছিল, তাহলে এটা কিভাবে ভাবা যায় যে, তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার-পরিজনের উপর জুলুম করতেন। আল্লাহ্ সিদ্দিক আকবরের উপর তাঁর কৃপাবারি বর্ষণ করুন যে, তিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং বিধর্মীদেরকে হত্যা করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নেক আমলের বরকত অব্যাহত রেখেছেন।

ঐশী দরবারে তিনি খুব কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত হয়ে দোয়া ও সিজদায় রত থাকতেন। তাঁর আস্তানায় নম্রভাবে মাথা নত করা এবং ঐশী দরবারকে আঁকড়ে ধরে রাখা ছিল তাঁর অভ্যাস। তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি সেজদায় লাগিয়ে দিতেন এবং তেলাওয়াত করতে করতে কাঁদতেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিঃসন্দেহে ইসলাম ও মুসলমানদের অহংকার ছিলেন। তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সারাংশ ছিল মহানবী (সা.) এর প্রকৃতির কাছাকাছি। নবুওয়াতের সুগন্ধি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক লোকদের মধ্যে তিনিই প্রথম। তিনিই প্রথম যিনি ভ্রান্ত ধারণার আস্তরণকে অপসারিত করে খাঁটি ও তৌহিদের স্বচ্ছ পোশাক পরিধান করেছিলেন এবং বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যে তিনি নবীদের মতই ছিলেন। যারা সন্দেহ পোষণ করে তাদের সন্দেহ ব্যতীত আমরা পবিত্র কুরআনে তাঁর উল্লেখ ছাড়া অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কোনো উল্লেখ পাই না। এবং সন্দেহ এমন একটি জিনিস যার সত্যের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নেই এবং এটি সত্যানুসন্ধানকারীদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। আর তাঁর (রা.) -এর প্রতি যে শত্রুতা পোষন করেছে, এমন ব্যক্তি ও সত্যের মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে, যা ধার্মিকদের নেতার দিকে না ফিরলে খোলা হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এর আত্মা আন্তরিকতা, অবিচলতা ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ ছিল, এমনকি যদি সারা বিশ্ব মুরতাদ হয়ে যায়, তবুও তিনি তাদের পরোয়া করেননি এবং পশ্চাদপসরণ করেননি, বরং সর্বদা তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা নবীদের পরপরই সিদ্দিকদের উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন;

فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

এই আয়াতে সিদ্দিক আকবর (রা.) এর অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ রয়েছে, কারণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও সাহাবীকে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেননি। এই আয়াতে (ঐশী মাহাত্ম্য) অন্বেষণকারী এবং যাদের যোগ্যতা রয়েছে তাদের জন্য পরিপূর্ণতার মর্যাদা লাভের দিকে একটি বড় ইঙ্গিত রয়েছে। যখন আমরা এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করি, তখন জানা যায় যে, এই আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর কৃতিত্বের সবচেয়ে বড় সাক্ষী। এর মধ্যে একটি গভীর রহস্য রয়েছে যা তত্ত্বানুসন্ধানী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পায়। সুতরাং আবু বকর (রা.)-ই সেই ব্যক্তি যাকে নবীজির বরকতময় জিহ্বা দ্বারা 'সিদ্দিক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন, 'ইবনে খালদুন বলেছেন, যখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেদনা বেড়ে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং নামাযের সময় হল, তখন তিনি (সা.) বললেন, 'আবু বকরকে বলে দাও যেন লোকেদের নামায পড়ায়।' তিনটি বিষয়ে ওসীয়্যত করার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে দাও, কেননা আমি সাহাবীগণের মধ্যে দানশীলতায় আবু বকরের চেয়ে উত্তম কাউকে জানি না।"

অতঃপর ইবনে খালদুন বলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র অনুগ্রহরাজির মধ্যে যা তিনি তাঁর (রা.) উপর বর্ষণ করেছিলেন এবং আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর (রা.) যে অনন্য সাধারণ নৈকট্য ছিল, তা এমন যে তাঁকে সেই একই খাটে ওঠানো হয়েছিল, যার উপর মহানবী (সা.) কে

ওঠানো হয়েছিল, এবং তাঁর কবরকে মহানবী (সা.)-এর কবরের ন্যায় মসৃণ করা হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর **লাহাদ** (অর্থাৎ কবর) কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লাহাদের খুব কাছে রেখেছিলেন। তাঁর উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল: "হে আল্লাহ্! আমাকে আনুগত্যকারী হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে পবিত্রচেতাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি অন্ধকারের পরে ইসলামের মুখ উজ্বল করেছিলেন। যে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তিনি তার সাথে যুদ্ধ করেছেন। যে সত্যকে অস্বীকার করেছে, তিনি তার সাথে যুদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে যে ইসলামের ঘরে প্রবেশ করেছে, তার সাথে তিনি নম্রতা ও সহানুভূতিশীল আচরণ করেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই করতে দন্ডায়মান হয়েছেন। যারা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে তাদেরকে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ছিলেন।

তাঁর সমস্ত সুখ মহানবী (সা.) এর অনুসরণেই ছিল। আমি সিদ্দিক আকবরকে সত্যিকারের 'সিদ্দিক' হিসেবে পেয়েছি এবং গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়টি আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। যখন আমি তাঁকে সকল ইমামের ইমাম এবং দ্বীন ও উম্মাহর প্রদীপ হিসেবে দেখতে পেলাম, তখন আমি তাঁর বাগডোরকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে রাখলাম এবং তাঁর শরণাপন্ন হলাম। সেই সাথে ধার্মিকদের ভালবাসার মাধ্যমে আমার প্রভুর করুণা লাভ করতে সচেষ্ট হলাম। তখন সেই করুণাময় আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়া করেছেন, আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমাকে সমর্থন করেছেন এবং তরবিয়ত করেছেন আর আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন করেছেন, এবং তাঁর বিশেষ রহমতে তিনি আমাকে এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ করেছেন এবং আমাকে ঐশী বাণীপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমার থেকে দুঃখ দূর করেছেন এবং আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন যা পৃথিবীতে আর কাউকে দেয়নি। আর এ সবই অর্জিত হয়েছে মহানবী (সা.) এবং এসব নৈকট্যপ্রাপ্তদের ভালোবাসার মাধ্যমে। হে আল্লাহ্ তুমি তোমার এই সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, নবীগণের মোহর এবং মানবকুল শিরোমনি মুহাম্মদ (সা.) এর উপর দরূদ ও সালাম নাযিল কর। আল্লাহ্‌র কসম, হযরত আবু বকর (রা.) হলেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী, এমনকি হারামাঈন ও উভয় কবরেও। এর দ্বারা আমি বলতে চাচ্ছি যে একটি হল গুহা কবর এবং অন্যটি হল সেই কবর যা মদীনায় সেই সৌভাগ্যশালী সত্ত্বা (সা.) এর কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট ।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন, সর্বদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দৃষ্টান্ত আপনার সামনে রাখুন। মহানবী (সা.)- এর যুগের কথা চিন্তা করুন, যখন কুরাইশ শত্রুরা চারদিক থেকে ক্ষতি সাধন করতে উঠে পড়ে লেগেছিল, তারা তাঁকে (সা.) হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সে সময় ছিল মহা ক্লেশের। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সাহচর্যের অধিকার যেভাবে আদায় করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই শক্তি কখনোই আন্তরিকতা এবং নিষ্কলুষ ঈমান ছাড়া আসতে পারে না। আজকে আপনারা যারা বসে আছেন, নিজের জায়গায় ভেবে দেখনু আমাদের উপর যদি এমন কোনো বিপদ আসে, সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত কয়জন আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ নিজের ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাববে যে, তাদের ছেড়ে যেতে হবে। বিপদের সময় মানুষকে সাহায্য করাই হল সব সময় নিখুঁত ঈমানে বলীয়ান মানুষের কাজ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কার্যত নিজের মধ্যে ঈমান আনয়ন না করবে, নিছক কথায় কিছুই হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ছিল নিশ্চয়তার আলোয় পরিপূর্ণ, তাই তিনি এমন সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন যার নযির মহানবী (সা.)-এর পর পাওয়া কঠিন। তাঁর জীবন ছিল ইসলামের জীবন। আমি সত্যই বলি যে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম। আর আমি বিশ্বাস করি যে নবী (সা.) এর পর যদি আবু বকরের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে ইসলাম থাকত না। এটা আবু

বকর সিদ্দিক (রা.) এর একটা বড় অনুগ্রহ যে তিনি ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সকল মানুষের চেয়ে নবুওয়াতের গুণাবলীর বেশি অধিকারী ছিলেন এবং তিনিই প্রথম খায়রুল বারিয়্যা (সা.) এর মহান খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার অবশেষে বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর প্রেমে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। এটি ছিল বদরী সাহাবায়ে কেরামের সর্বশেষ স্মৃতিচারণ যা এখন শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে এই সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সুযোগ দান করুন। তাঁরা যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন আমরা সেগুলি প্রতিষ্ঠা করতে যেন সচেষ্ট হতে পারি।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নাযারাত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির তালিকা খুতবাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল - বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 09 December 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in